একটা সময় গিয়ে দেখবেন বন্ধুদের মধ্যে দূরত্বটা কতো বেড়ে যায় । কারো কোন খবর নাই । একদিন রাস্তায় জ্যামে আচমকাই দেখা হবে ।

-- কিরে তোর না বিদেশ যাওয়ার কথা ?

-- গিয়েছিলাম , পড়াশুনা কমপ্লিট না করেই চলে এসেছি ।

শুধু অবাকই হবেন । অথচ তাকে নিয়ে কতো কিছুই না ভেবে ফেলেছিলেন ।

একজন সাইন্টিস্ট হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল ।

অথচ দেখবেন সে সাইন্টিস্ট হয়নি । হয়েছে সরকারী ব্যাংকের কর্মকর্তা ।

একদিন আচমকাই দেখা হয়ে যাবে আপনার অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী বান্ধবীটার সাথে । সে আগের থেকেও সুন্দর হয়েছে । কোলে ফুটফুটে একটা সন্তান ।

একজন পলিটিক্স করে বেড়াতো ।

অনেক বড় নেতা হওয়ারই কথা ছিল তার । সেটা হয় নাই । ভার্সিটি থেকে তার আগেই ড্রপ আউট ।

শাটলে করে একসাথেই যেতেন ।

মধুর ক্যাটিনে একসাথেই উঠা বসা ছিল দুজনের ।

অথচ একটা সময় গিয়ে দেখবেন দুজনার পথ আলাদা । এখন রাস্তায় দেখা হলেও একজন আরেকজনকে না চেনার ভান করে চলে যায় ।

হলের বন্ধুটার সাথে রাত জেগে কতো দিন তাস পিটিয়েছেন । একজন টেবিলের ড্রয়ার খুলে বাজাতো ড্রাম । একজন বানাতো গাজার রোল । সেই সময় পার করে এসে দেখছেন সেই ড্রামার এখন আমেরিকান টোব্যাকোতে চাকুরি করে ।

গাজার রোল বানানো ছেলেটা দাড়ি টুপি মাথায় এখন চূড়ান্ত পর্যায়ের ধার্মিক । কে বলবে সে এক সময় গাজা খেতো ?

প্রবল উৎসাহে ৪র্থ বর্ষ থেকেই সরকারী চাকুরীর পড়াশুনা শুরু করা মেয়েটা এখন পুরো মাত্রায় সংসারী । বিয়ের ১ বছরের মাথায়ই চাকুরীর ইচ্ছে ছেড়ে দিয়েছে । এখন সংসারই তার সব ।

জীবনটা খুবই চমকপ্রদ ।

এর শেষটা না দেখে আগে থেকেই আন্দাজ করা মুশকিল । জীবন কার জন্য কি ঠিক করেছে ,কে কোন সিটে যাবে সেটা আসলে আগে থেকেই বলা যায় না ।

তাই খেলাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের সবটুকু দিয়ে লড়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ